কালের কণ্ঠ

তারিখ · 30 · SEP · 2016 ...
পৃষ্ঠা ১০... কলাম...... ......

যেভাবে এলো কওমি মা

আল আমিন আশরাফি ▷

'কওম' আরবি শব্দ। এর অর্থ গোষ্ঠী, গোত্র, জাতি, সম্প্রদায় ও জনগণ। 'কওমি' শব্দের অর্থ জাতীয়। (বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, পৃ. ২০৫, 'কওম')।

'মাদ্রাসা' শব্দটিও আরবি। এর অর্থ হলো অধ্যয়নের স্থান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিদ্যাপীঠ। বাংলা একাডেমির অভিধান মতে, মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতিসংক্রান্ত উচ্চশিক্ষাকেন্দ্রকে মাদ্রাসা বলা হয়। (ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, পৃ. ৯৭৫, 'মাদ্রাসা')। সুতরাং কওমি মাদ্রাসা মানে জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। যেহেতু কওমি মাদ্রাসাগুলো সরকারি অনুদানের পরিবর্তে মুসলিম জাতির অর্থানুকূল্যে জনসাধারণের কল্যাণে পরিচালিত হয়, তাই এই ধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে কওমি মাদ্রাসা বলা হয়।

মুসলমানরা চিরদিনই বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের প্রতি অসীম গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। কারণ পৃথিবীর যত ধর্ম, দর্শন ও সভ্যতা আছে, তার মধ্যে ইসলামই সবচেয়ে বেশি জ্ঞানচর্চার প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। যতই ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য হোক না কেন, প্রয়োজনে দেশ থেকে দেশান্তরে গিয়েও জ্ঞানার্জন করতে হবে—এটা ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশ। মুসলিম জাতি অতীতে এ নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। তারাই একসময় জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে তমসাচ্ছন্ন ইউরোপকে শিক্ষাদীক্ষা ও জ্ঞানের জগতের সঙ্গে পরিচিত করেছে। এটি ঐতিহাসিক সত্য।

ভারতবর্ষে মুসলিম শাসকদের শাসনামলে শিক্ষাব্যবস্থা ও ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত UNESCO-র Studies on Compulsory Education-এ উল্লেখ করা হয়েছে : 'মুসলিম শাসনামলে শিক্ষা ও ধর্মকে অত্যন্ত অঙ্গাঙ্গিভাবে বিবেচনা করা হতো।' সে আমলে মুসলিম পরিবারের শিশুদের শিক্ষা শুরু হতো পবিত্র কোরআনের শিক্ষার মাধ্যমে। ইতিহাসবিদ এ আর মল্লিক লিখেছেন : 'বাংলার মুসলমানদের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যখন কোনো সন্তানের বয়স চার বছর চার মাস চার দিন পূর্ণ হতো, তখন তার শিক্ষার সূচনা হতো। একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের কিছু অংশ শিশুকে পাঠ করে শোনানো হতো। শিশু তা পুনরাবৃত্তি করত। এটা ছিল প্রতিটি মুসলিম পরিবারের অপরিহার্য প্রথা।' (A. R. Mallic, British policy And Muslim in Bengal, p.149)

ধর্মকেন্দ্রিক ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা কতটা শক্তিশালী ছিল, হান্টারের মূল্যায়ন গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার দাবি রাখে। উইলিয়াম হান্টার লিখেছেন : "এ দেশটা আমাদের হুকুমতে আসার আগে মুসলমানরা শুধু শাসনের ব্যাপারেই নয়, শিক্ষা ক্ষেত্রেও ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতি ছিল। ভারতের যে প্রসিদ্ধ (ইংরেজ) রাষ্ট্রনেতা তাদের ভালোভাবে জানেন, তাঁর কথায় : 'ভারতীয় মুসলমানদের এমন একটা শিক্ষাপ্রণালী ছিল, যেটা আমাদের আমদানি করা প্রণালীর চেয়ে নিম্ন হলেও কোনো ক্রমেই ঘৃণার যোগ্য ছিল না। তার দ্বারা উচ্চস্তরের জ্ঞান বিকাশ ও বুদ্ধিবৃত্তি পরিচ্ছন্ন হতো। সেটা পুরনো ছাঁচের হলেও তার ভিত্তিমূল সুদৃঢ় ছিল এবং সেকালের অন্য সব (শিক্ষা) প্রণালীর চেয়ে নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্ট ছিল। এই শিক্ষাব্যবস্থায়ই তারা মানসিক ও আর্থিক প্রাধান্য সহজেই অধিকার করেছিল।' " (সূত্র : উইলিয়াম হান্টার, দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস, আবদুল মওদুদ অনূদিত, আহমদ পাবলিশিং হাউস, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ. ১১৬)

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশরা ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। এই শিক্ষানীতি প্রণয়নের দায়িত্ব পড়ে লর্ড মেকলের ওপর। সে শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ কী—এর বর্ণনাও পাওয়া যায় মেকলের জবানে।

ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলায় অবস্থিত বিশ্বের প্রথম কওমি মাদ্রাসা দারুল উলুম দে

১৮৩৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে লর্ড মেকলে বলেন : 'I have traveled across the length and breadth of India and I have not seen one person who is a beggar, who is a thief, such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber that I don't think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation which is her spiritual and cultural heritage and therefore, I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture and they will become what we want them, a truly dominated nation.'

লর্ড মেকলের এই ভাষণ রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের Saving Humanity বইয়ের ১৬৯-১৭০ পৃষ্ঠায়।

ইংরেজদের প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য কী? ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫ সালে কলকাতার গভর্নর কাউন্সিলে লর্ড মেকলে বলেন, '...They Will be Indian in Blood and Color but Apprtite and thought Will be an European' (woodrow, Macaulay's Minutes on Education in India-1862 : Translated by Abdul Maudud.)—অর্থাৎ 'ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের মাধ্যমে এই দেশে এমন একটি শ্রেণি গড়ে উঠতে হবে, যারা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসক ও শাসিতের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবে। এরা রক্ত-মাংসের গড়নে ও দৈহিক রঙে ভারতীয় হবে বটে; তবে রুচি, নীতিবোধ ও বুদ্ধির দিক থেকে হবে খাঁটি ইংরেজ।'

দারুল উলুম দেওবন্দ ও কওমি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা

শিল্প বিপ্লবোত্তর সময়ে যখন তাগুতি শক্তি কথিত উন্নয়ন,
প্রগতি ও প্রযুক্তির মোহময়তার আবরণে সাম্র
দুরাকাঙ্ক্ষা পূরণে মত্ত হয়ে ওঠে, তখন তাদের বু
প্রতিরোধের জন্য এগিয়ে আসেন শাহ ওয়
মুহাদ্দেসে দেহলভি (রহ.)। তিনি কোরআন
আলোকে ইসলামের আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈ
বৈশ্বিক বিধিবিধান বিশ্লেষণ করে পেশ করেন
সংস্কার আন্দোলনের সার্বিক রূপরেখা। পরবর্
বস্তুবাদের ফেতনা ভয়াবহ আকার ধারণ
পূর্বপুরুষদের যোগ্য উত্তরসূরি হুজ্জাতুল ইসলাম ম
কাসেম নানুতভি (রহ.) নতুন রূপে, ভিন্ন
পথচলা শুরু করেন। তিনি মূলনীতি অনুসরণ করে
প্রশাখায় সংযোজন করে একটি সমন্বিত শি
প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের নাম দেওবন্দ ম
এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেওবন্দের মহান মনীষী
মেকলের শিক্ষানীতিকে অসার প্রমাণ করতে চে
পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশের হাজার
ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বন্ধন সুদৃঢ়
চেয়েছেন। তাঁরা চেয়েছেন এমন এক জাতি গঠন
যারা রক্তে-বর্ণে হিন্দুস্তানি, কিন্তু চিন্তাচেতনা ও
হেজাজি, মুহাম্মদি।

১৮৫৭ সালে ঐতিহাসিক সিপাহি বিপ্লব সংঘটি
৩৪ জন শীর্ষস্থানীয় আলেম ঐক্যবদ্ধভাবে ব্রি
প্রতিরোধের ডাক দেন। ব্রিটিশদের কবল থেকে মু
ভারতের স্বাধীনতাই ছিল এর মূল লক্ষ্য। ব্রি
বিরুদ্ধে অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন করে তাদের এ
থেকে বিতাড়িত করেছেন কওমি মাদ্রাসার আ
ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ব্রিটিশবিরোধী আ
বালাকোটের ট্র্যাজেডির আগে সাড়ে ৫৭ হাজ
হাজার ৫০০) আলেম শাহাদাতবরণ করেছেন।
গোলাম আহমাদ মোর্তজা, ইতিহাসের ইতিহাস
মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমি, চতুর্থ

চারের বিল
হওয়ায
তাশা

আগের আইনটি রহিত করার সু
রাখা হয়েছে। বিলটি পাস
তাদের কাছে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের
হাজার কোটি ডলারের বন্ড
দেশের কাছে বিক্রি করে দেও
হুমকিও দেয় সৌদি। চলতি বছ
মে মাসে বিলটি কংগ্রেসে পাস হ
পরে তাতে ভেটো দেন ওবামা।
বুধবার তাঁর ভেটো নিয়ে কংগ্রে
উভয় কক্ষে অনুষ্ঠিত ভোটে বি
ব্যবধানে তা খারিজ হয়ে যায়।
ভেটো খারিজ হয়ে যাওয়ার পর
প্রতিক্রিয়ায় সিএনএনকে ওব
বলেন, 'এটা একটা বিপজ্জ
নজির।' ভেটোর বিরুদ্ধে ভে
দেওয়াটা আইন প্রণেতাদের
হয়েছে বলেও মন্তব্য ক
প্রেসিডেন্ট। পার্লামেন্টে ভোটাভু
আগেই তিনি কংগ্রেস নেতা
উদ্দেশে এক চিঠিতে সতর্ক করে দি
জানিয়েছিলেন, জেএএসটিএ
আইনে পরিণত হলে তা যুক্তরা
সেনাবাহিনী, সরকারের সদ
কূটনীতিক ও গোয়েন্দা সদস্যদের জ
ভালো ফল বয়ে আনবে না।
যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র বাহরাই
পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ খালেদ বিন আহ
আল-খলিফা এক টুইটার বার্ত
বলেন, 'জাস্টিস এগেইনস্ট স্পন্স
অব টেররিজম একটা তী
যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস তীরটা নিে
দেশের দিকেই ছুড়েছে।'
(সিআইএ) পরিচালক জন ব্রেনা
অভিমত, কংগ্রেসের এ সিদ্ধান্ত জা
নিরাপত্তায় বড় ধরনের প্র
ফেলবে।' সূত্র : এএফপি, বিবিসি।

লাফল
রীদের আস্থ

কখনোই ছিল না।' তিনি স্বীব
করেন, ট্রাম্প সম্পর্কে এব
ভীতিকর অনুভূতি তাঁর ভেতর আ
থেকেই ছিল এবং সেটা আ
বাড়ছে। তিনি বলেন, 'আমি ভেবে
প্রেসিডেন্ট প্রার্থিতা পেলে ট্রা
হয়তো বদলাবেন। কিন্তু তিনি আ
খারাপ হচ্ছেন।'
এদিকে সিএনএন দাবি করে
ট্রাম্পের প্রতিনিধি ও উপদেষ্ট
সাংবাদিকদের কাছে স্বীকার করে
যে তিনি বিতর্কে হেরে গেছে